গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
(সচিবের দপ্তর)

**বিষয়ঃ জনাব মোঃ আবদুল হালিম সচিব,শিল্প মন্ত্রণালয় মহোদয়ের ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ পরিদর্শনকালে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ এর কর্মকর্তাগণের সাথে IAP এবং APA সংক্রান্ত মতবিনিময় সভার বিবরণী ও প্রদত্ত নির্দেশনা।**

**স্থানঃ অতিথি ভবন, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিঃ,ঠাকুরগাঁও রোড,ঠাকুরগাঁও।**

**তারিখ ও সময়ঃ ০৪/১০/২০১৯ খ্রি:, সন্ধ্যা: ১৯-০০**

সভার শুরুতে সচিব শিল্প মন্ত্রণালয় মহোদয় শুভেচ্ছা বিনিময় করে সকলের পরিচয় জানতে চান। পরিচিতি পর্ব শেষে সচিব মহোদয় IAP এবং APA এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সকলকে অবহিত করেন। নিজেদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যমান জনবল ও মেশিনারীজ ব্যবহার করে কিভাবে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানো যায় সে বিষয়ে পূর্বে প্রদত্ত ২৫টি লক্ষ্য সম্বলিত নির্দেশনা মনে করিয়ে দেন। অতপর IAP এবং APA এর অগ্রগতি এবং বিগত বছরগুলোর তুলনায় বর্তমানে কাজ-কর্মে, চিন্তাভাবনায় কিরুপ পরিবর্তন এসেছে সে বিষয়ে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট জানতে চান।

মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিম্নোক্ত অগ্রগতি সভায় উপস্থাপনা করেন;

(১) প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল কর্মকর্তা , কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাথে IAP চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রতিটি কাজের টার্গেট নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। উদাহারণ স্বরুপ হিসেবে তিনি জানান আগামী মাড়াই মৌসুমে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৫,০০০ মেঃ টন আখ প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিটি সিডিএ ও সাবজোন প্রধানদের ইউনিট ভিত্তিক টার্গেট করে দিয়ে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে যা আগের বছরগুলোতে করা হয়নি।
(২) প্রতিটি সাবজোনে চাষীদের সাথে বৈঠক করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আখ মিলে সরবরাহ ও একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
(৩) কারখানার কাজের ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রমিক যেমন ফোরম্যান,মেকানিক, ফিটারকে তাদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।
(৪) কারখানা ও গ্যারেজের বিভিন্ন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যয় হ্রাস করা হয়েছে। যেমনঃ বিদ্যুতের ব্যবহার , ডিজেল খরচ, বিভিন্ন মালামাল ক্রয় ও ফেব্রিকেশন কাজে বিগত বছরের তুলনায় এ বছর অনেক খরচ কমানো হয়েছে। তিনি বলেন যে, বিগত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সার্বিক ব্যয় ২০% কমানো সম্ভব হবে।

সভায় মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) কারখানার কাজের অগ্রগতি বিষয়ে জানান যে, কারখানায় ইঞ্জিনিয়ার,কেমিস্টি, মেকানিক, ফোরম্যান, ফিটারসহ বিভিন্ন পদে জনবল আছে। IAP চুক্তি করে প্রত্যেকের কাজ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি জানান যে, দক্ষ জনবলের অভাব থাকলেও কারখানার প্রকৌশলীরা নিয়মিত মনিটরিং করায় আগের তুলনায় কোয়ালিটি বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি মন্তব্য করেন যে, আগামী মাড়াই মৌসুমে কোন ব্রেক ডাউন ছাড়াই IAP অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা ৭.২৫% অর্জন করে ৪৭ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন সম্ভব হবে।

সচিব মহোদয় কোয়ালিটি সম্পন্ন কাজ শ্রমিকদের নিকট থেকে আদায় করে নেয়ার পাশাপাশি রিকোভারী বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আখ মিলে সরবরাহের জন্য জিএম (কৃষি)'র সাথে দর কষাকষি (Bargain) করার পরামর্শ দিয়েছেন। দক্ষ জনবল তৈরীর জন্য নিজে যা জানেন তা জুনিয়রদের শেখানো এবং বেশি বেশি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) জানান, ৩১-০৭-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে ৬,২৩০.০০ মেঃ টন চিনি মজুদ ছিল । তন্মধ্যে জুলাই মাসে ৪৬.০০ মেঃ টন আগষ্ট মাসে ৩৮২.০০ মেঃ টন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ৯৬৯.০০ মেঃ টন চিনি বিক্রয় করা হয়েছে। বিগত তিন মাসে মোট ১৩৯৭.০০ মেঃ টন চিনি বিক্রয় হয়েছে এবং বর্তমানে ৪৮৩৩.০০ মেঃ টন চিনি মজুদ আছে। IAP লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে সমুদয় চিনি বিক্রয় করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি জানান। মজুদকৃত চিটাগুড়ের মধ্যে ১০০০ মেঃ টন চিটাগুড় প্রেস টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছে এবং ১০০০ মেঃ টন চিটাগুড়ের জন্য বিক্রয়চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। উত্তোলন কার্যক্রম চলমান আছে। চুক্তিকৃত চিটাগুড় উত্তোলিত হলে কারখানায় ২৪৭৫.০০ মেঃ টন চিটাগুড় মজুদ থাকবে। কারখানা ডিসেম্বর-২০১৯ মাসের মধ্যে সমূদয় চিটাগুড় বিক্রয় করতে সক্ষম হবে।

সভায় মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) জানান, বর্তমানে চিনি বিক্রয়ের সমুদয় অর্থ সদর দপ্তরের একাউন্টে পাঠানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬ কোটি ১২ লক্ষ্য টাকা সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। IAP এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট আখের মূল্যের ৫০% অর্থ অর্থ্যাৎ ৪৫

অপর পৃ: দ্র:

কোটি টাকা জমা রাখতে পারবে। সভায় সচিব মহোদয় IAP এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৫০০০ মেঃটন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কোয়ালিটি সম্পন্ন আখ প্রাপ্তির বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) কীকী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জানতে চান।

মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) জানান, IAP এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৫০০০ মেঃটন আখ প্রাপ্তির জন্য সিডিএ সাবজোন প্রধানসহ সকলের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কোয়ালিটি সম্পন্ন আখ মিলে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। তিনি জানান উঠান বৈঠক করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আখ মিলে সরবরাহের জন্য চাষীদের উদ্বুদ্ধ করণ কাজ অব্যাহত আছে এবং যারা পাওয়ার ক্রাসারের মাধ্যমে আখ মাড়াই করে গুড় তৈরী করে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আখ মাড়াই করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হয়েছে। আখ মাড়াই করে গুড় তৈরীর নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত জেলা প্রশাসক মহোদয় স্বাক্ষরিত পোস্টার ও হ্যান্ডবিল বিতরণ এবং মাইকিং করা হয়েছে মর্মে তিনি জানান।

**সচিব মহোদয় নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন:**

১) মিলের সকল কর্মকর্তা,কর্মচারী ও শ্রমিককে আখের চিনির গুণগত ও অন্যান্য চিনির ক্ষতিকর দিক সকল ফোরামে, মিটিংএ, চা স্টলে, বাজারে, যেখানেই সুযোগ পাবেন সেখানেই তুলে ধরতে হবে।

২) কারখানার প্রতিটি যন্ত্রাংশ বা হাউজের কাজ কে কী দেখবেন তা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। কাজ ভালো হলে প্রশংসাপত্র এবং খারাপ হলে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৩) কারখানা/গ্যারেজে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ/মালামাল সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে যাতে করে ঐ যন্ত্রাংশের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৪) কোন কোন ক্ষেত্রে মালামাল বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে তা দক্ষতার সাথে সনাক্ত করে ব্যয় কমাতে হবে। যেমন আখ পরিবহনের ক্ষেত্রে ট্রেইলারের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী গড় ওজন নিশ্চিত করে ট্রিপ সংখ্যা কমানোর মাধ্যমে বা দূরত্ব সঠিকভাবে নিরুপন করে ডিজেল খরচ কমানো যায়। এছাড়া মিলের ট্রেইলারে আখ পরিবহন করলে যে খরচ হয় এবং আখ চাষীগণ সরাসরি মিলে আখ সরবরাহ করলে যে খরচ হবে তা বিবেচনায় নিয়ে যে পন্থা সাশ্রয় হবে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্টদের বুঝাতে হবে। চিনির উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

৫) আখ চাষী আখ সরবরাহের পর আখের মূল্যের জন্য যেন ঘুরতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন/মজুরীও ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬) গুড় তৈরীর জন্য যে সব ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ আখ মাড়াই করে সেসব ব্যক্তি /ব্যক্তিবর্গকে শুরুতেই নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে আখ মাড়াই হতে নিবৃত থাকার অনুরোধ জানাতে হবে। পাশাপাশি ঐসব ব্যক্তির তালিকা ইউএনও,এসপি,ডিসি'র নিকট প্রেরণ করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৭) একই সময়ে একাধিক টেন্ডার আহবানের মাধ্যমে সমুদয় চিটাগুড় আগামী মাড়াই মৌসুমের পূর্বে বিক্রয়ের নির্দেশনা দেন।

৮) প্রতিটি কর্মীকে নির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব দিতে হবে যাতে ঐসব এলাকায় কোন মাড়াইকল না উঠে। কোন মাড়াইকল উঠলে সংশ্লিষ্ট মাঠকর্মীকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। প্রয়োজনে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

৯) একর প্রতি আখ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে চাষী লাভবান হয় এবং মিল ও কাঙ্খিত পরিমাণ আখ পায়।

১০) চিনির রিকোভারী বৃদ্ধির জন্য বিএসআরআই এর সাথে পরামর্শ করে উন্নত জাতের আখ রোপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১) ভালো জাতের জন্য নিজেদের গবেষণা কাযর্ক্রম জোরদার করতে হবে।

১২) চিনি ও চিটাগুড়ের পাশাপাশি অন্যান্য প্রোডাক্ট তৈরীর ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্রাউন সুগার তৈরী করা যেতে পারে।

১৩) মিলের ওয়ার্কসপে নিজেদের প্রয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরী করে বাণিজ্যিকভাবে আয় বাড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

১৪) চাষী,রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ,মিডিয়াসহ সকল স্টক হোল্ডারদের সাথে বসে কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৫) জেলা সমন্বয়ের মিটিংও আইনশৃঙ্খলা কমিটির মিটিংএ অংশগ্রহণ করতে হবে।

১৬) মিলের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

**বাস্তাবায়নে:**

ক) বেগম পরাগ, অতিরিক্ত সচিব (স্বস, আস, বিএসএফআইসি) শিল্প মন্ত্রণালয়
খ) জনাব অজিত কুমার পাল এফসিএ, চেয়ারম্যান, বিএসএফআইসি, ঢাকা
গ) জনাব মুঃ আনোয়ারুল আলম, উপসচিব (বিএসএফআইসি)
ঘ) জনাব আব্দুর রউফ খান, পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল), বিএসএফআইসি, ঢাকা
ঙ) জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, পরিচালক (সিডিআর) বিএসএফআইসি, ঢাকা
চ) প্রকৌশলী মোঃ এনায়েত হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত),বিএসএফআইসি, ঢাকা
ছ) জনাব মোঃ আব্দুস শাহী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস্ লিমিটেড

অপর পৃ: দ্র:

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়ে গৃহীত কার্যক্রম আগামী এক মাসের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্মারক নম্বর: ৩৬.০০.০০০০.০২১.১৬.০০৩.১৮-৬৪০

তারিখঃ ১৮ পৌষ ১৪২৬
০২ জানুয়ারি ২০২০

বিতরণ, সদয় অবগতি ও কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) অতিরিক্ত সচিব (স্বস, আস, বিএসএফআইসি) শিল্প মন্ত্রণালয় (সচিবের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান, বিএসএফআইসিকে পত্র দেয়ার জন্য অনুরোধসহ)
২) চেয়ারম্যান, বিএসএফআইসি, ঢাকা
৩) জেলা প্রশাসক, ঠকুরগাঁও
৪) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
৫) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
৬) উপসচিব (বিএসএফআইসি), শিল্প মন্ত্রণালয়
৭) সিস্টেম এনালিস্ট, শিল্প মন্ত্রণালয় (শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)
১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস্ লিমিটেড, ঠাকুরগাঁও (শিল্প সচিবের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম প্রতিমাসের ২৫ তারিখের মধ্যে সচিবের দপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়কে পত্র মারফত অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)
২) মহাব্যবস্থাপক (কৃষি/অর্থ/কারখানা/প্রশাসন), ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস্ লি:
৩) সকল শাখা প্রধান, ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস্ লি:
৪) অফিস কপি।

দীপঙ্কর রায়
সচিবের একান্ত সচিব
(সিনিয়র সহকারী সচিব)
শিল্প মন্ত্রণালয়
ফোন নম্বর: ০৮+০২ ৯৬৫৩৫৮২
ই-মেইলঃ ps2secy@moind.gov.bd